কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা

পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান যেমন- পরিষ্কারক উপাদান (ক্লিনিং এজেন্ট), আঠা (গ্লু), রং (পেইন্ট), জ্বালানি (ফুয়েল), বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এদের দাহ্যগুণ, বিষক্রিয়া, কার্সিনোজেন (ক্যান্সারের কারণ) অথবা ক্ষয়কারক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এছাড়া ফার্টিলিটি এবং গর্ভাবস্থার উপর এর বিরূপ প্রভাব রয়েছে। রাসায়নিক পদার্থের অপ্রয়োজনীয় ও ভুল ব্যবহার আঘাত, রোগব্যাধি, বিস্ফোরণ এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সেজন্য শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।

- কারখানায় রাসায়নিক পদার্থ বা কেমিক্যালসমূহ কে বা কারা ব্যবহার করবে তা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্পষ্ট করা আবশ্যক। ছোট কারখানার ক্ষেত্রে OSH অফিসার একাই এটি করবেন। বড় কারখানার ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন নামে একজন “কেমিক্যাল অফিসার” এ দায়িত্ব পালন করবেন।
- রাসায়নিক পদার্থ ক্রয়ের পর থেকেই রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়। কেমিক্যাল অফিসার এবং রাসায়নিক পদার্থ ক্রয়ের ব্যাপারে যিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত তাদের একত্রে কাজ করা জরুরি। ক্রয়কৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ অনুমোদিত কিনা তা তারা নিশ্চিত করবেন (সরকার ও বিক্রেতার/প্রস্তুতকারীর বিধি-নিষেধ অনুযায়ী)।
- কারখানাসমূহ সাধারণত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্রয় করে।
- রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী কর্তৃক “পণ্য নিরাপত্তা তথ্যপত্র” (MSDS) সরবরাহ করে এবং তা রাসায়নিক পদার্থ যেখানে সংরক্ষণ করা হয় সেখানে লাগানো থাকে।

- রাসায়নিক পদার্থের কন্টেইনারের লেবেলে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ থাকে এবং তা কারখানায় ব্যবহারকারীদের নিজস্ব ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকে।
- সকল রাসায়নিক পদার্থসমূহ কেমিক্যাল ইনভেন্টরিতে লিপিবদ্ধ থাকে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয়।
- “পণ্য নিরাপত্তা তথ্য” (MSDS) এ উল্লেখকৃত সকল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কারখানা কর্মীরা গ্রহণ করবেন (চোখ ধৌতকরণের জন্য স্পিল ক্লিনজিং ম্যাটেরিয়েল ক্রয়, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম)।
- সেইফটি কমিটি'র সদস্যগণ ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক সকলকে তা অবগত করবেন।

- রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় এমন প্রতিটি কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা। (সংরক্ষণ, এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা, বহন করা, মেশানো, ব্যবহার, আলাদা করা)
- উৎপাদন প্রক্রিয়ার সময় ধুলি, ধোঁয়া এবং যেসকল সুনির্দিষ্ট কাজে বাষ্প তৈরি হয় যেমন : ওয়েল্ডিং, গ্রাইন্ডিং অথবা কাপড় কাটা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।
- বিভিন্নভাবে রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব যেমন : শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে, চর্ম/ চোখের সংস্পর্শে এসে অথবা গলাধঃকরণের মাধ্যমে কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক এ ছাড়া রাসায়নিক পদার্থের বর্জন অথবা প্রতিস্থাপন, কন্টেইনার আবদ্ধ রেখে, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আলাদা স্থানে কিংবা পৃথক কক্ষে, মুক্ত বায়ু চলাচল, ব্যক্তিগত সুরক্ষার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।
- সেইফটি কমিটি অথবা সেইফটি অফিসার অথবা কারখানার কেমিক্যাল অফিসার, রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করেন এমন শ্রমিকসহ সাধারণ শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
- তারা অবশ্যই প্রাত্যহিক-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে লেবেল-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও হালনাগাদ তথ্য প্রস্তুত করবেন। এছাড়া যেসকল শ্রমিক বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করে তাদের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং তাদের কাজের সময় রেকর্ড করবেন। (বিধি-৬৮)
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা কক্ষে অন্তত একটি চোখ ধৌতকরণ জায়গা এবং ধৌতকরণ সুবিধা থাকবে। এছাড়া বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড অনুযায়ী যেসকল কক্ষে দাহ্য পদার্থ সংরক্ষণ করা হয় সেখানে একটি স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম থাকবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
‘তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি’-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada · Kingdom of the Netherlands · UKaid from the British people · International Labour Organization